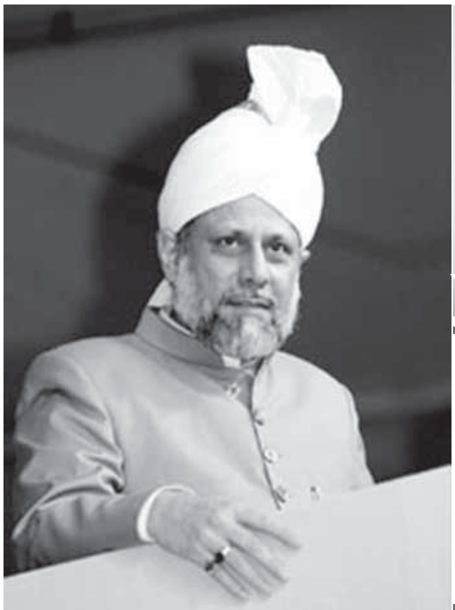

ঈদুল ফিতরের খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১০-এ প্রদত্ত ঈদুল ফিতরের খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اما بعد
فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ *
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

আপনাদের সবাইকে যারা আমার সামনে বসে আছেন এবং সমগ্র বিশ্বের আহমদীগণ যারা এ খুতবা শুনছেন বা যারা শুনছেন না সবাইকে অনেক অনেক ঈদ মোবারক

নাম-সর্বস্ব মৌলবীরা আশা করুক আর না-ই করুক ইসলামের সজীবতার যুগ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও তাঁর (আ.) জামা'তের সাথে সুসংবদ্ধ

পাকিস্তানে আহমদীগণ তাদের প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে দিনাতিপাত করছে। তারা জানে যে তাদের প্রাণ যদি যায় তবে এক মহান উদ্দেশ্যের জন্য যাবে

যদিও আমাদের শহীদগণ অনেক বড় কুরবানী পেশ করেছেন, কিন্তু এ কুরবানীর পেছনে যে মহা বিজয়ের সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে, তা আজকের দিনে আমাদের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট করছে যে প্রকৃত ঈদ তো সেদিন আসবে যখন এসব কুরবানীর বিনিময়ে লোকেরা নিজেদের ভেতর এবং পৃথিবীবাসী নিজেদের ভেতর পবিত্র পরিবর্তন সাধন করার মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্ববাসী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পতাকা তলে সমবেত হয়ে যাবে

তাশাহ্হুদ, তাউজ, তাসমিয়া ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন-

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ﴿۶﴾
اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ؕ﴿۷﴾

(আল-ইনশেরাহ:৬-৭)

অর্থ: অতএব (জেনে রাখ) নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য। নিশ্চিত কষ্টের সাথেই স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে। আমি যে আয়াত দুটি পাঠ করলাম এগুলো সূরা আল-ইনশেরাহ্ এর। অনেকেরই এটি মুখস্ত আছে। এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। আমরা সবাই জানি মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দীর্ঘ তের বছর অবর্ননীয় অত্যাচার, নির্যাতন ও কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। দরিদ্র সাহাবীদের উপর যে নির্যাতন চলত তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে সর্বদা ধৈর্য ধারনের উপদেশ দিতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন। হযরত ইয়াসের (রা.) ও তার পরিবারের উপর নির্যাতনের এমনই একটি ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। তাদের উপর নির্যাতন চলছিল, ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ নির্যাতন দেখে বললেন, **"সাবরান আ-লা ইয়াসের ফাইন্না মাওয়েদাকুমুল জান্নাত"** (মুসতাদরেক, খন্ড-৪, কিতাব-মা'রেফাতুস্ সাহাবাহ্ যিকরু মানাকেবে আম্মার বিন ইয়াসের পৃ-৯৯, হাদীস-৫৭৩২) অর্থাৎ হে ইয়াসেরের পরিবার! ধৈর্য ধারন কর। এসব কষ্টের বিনিময়ে খোদা তাআলা তোমাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করছেন বা তোমাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন।

এরপর এ নির্যাতনের মধ্যেই এ দু'জন স্বামী-স্ত্রী শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন। লক্ষ্য করুন, নির্যাতন এত তীব্র ছিল যে মৃত্যু ব্যতীত অন্য কিছু এ থেকে মুক্তি দিতে পারত না। মুক্তির কোন পথ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। অন্যদিকে ধৈর্য ধারনের উপদেশ দেয়া হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে এ সুসংবাদও দেয়া হচ্ছিল যে,'সব দুঃখ-কষ্টের পরই এক মহা সাফল্য নির্ধারিত আছে। এবং নিশ্চয় সব দুঃখ-কষ্টের পর আরেকটি বিজয় নির্ধারিত আছে।' দুঃখ-কষ্ট, প্রাণের কুরবানী এবং নির্যাতনের সংকটময় এ অবস্থা তো আছে। কিন্তু এই এক একটি নির্যাতনের বিপরীতে বিজয়ের একটি ধারা আরম্ভ হবে। এরপর বিশ্ববাসী দেখেছে, এসব দুর্বল, অসহায় ও নির্যাতীতগণ শুধু সমগ্র আরবেই বিজয়ী হয়নি, বরং আরবের গন্ডি পেরিয়ে বড় বড় রাজত্বকে পরাজিত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কর্তৃত্বে নিয়ে আসে এবং

মাধ্যমে দলিল পেশ করত যে কষ্টের এ শতাব্দীর বিপরীতে চতুর্দশ শতাব্দী আসবে স্বাচ্ছন্দ্যের । কিন্তু অপেক্ষা করতে করতে চতুর্দশ শতাব্দী যখন এসে গেল এবং শতাব্দীর ঠিক শিরোভাগে খোদা তাআলার পক্ষ থেকে মসীহ্ মাওউদ হবার দাবীদার এক ব্যক্তির আবির্ভাব হল। তার সমর্থনে নিদর্শন প্রকাশিত হল । পৃথিবী ও আকাশ তার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিল, তখন এসব আলেমগণই সর্বপ্রথম তাঁকে অস্বীকার করল।” (তোহফায়ে গোলড়বিয়া, রুহানী খাযায়েন, খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৩২৭, পাদটীকা)

অতএব, আলেমদের আচরন ও রীতি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত অপরিবর্তিত আছে। এখন তারা এটিও বলতে শুরু করেছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ আসার প্রয়োজনই নেই। নেতা রূপে আমরাই যথেষ্ট অর্থাৎ এসব নামধারী ওলামা। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা যাকে পথ-প্রদর্শক বানান সে-ই প্রকৃত পথ-প্রদর্শক। স্বঘোষিত পথ-প্রদর্শকগণ প্রকৃত পথ-প্রদর্শক নয়। নয়তো যাদের শুধু পার্থিব জ্ঞান রয়েছে, তাদের অজ্ঞতা প্রসূত কথা-বার্তা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় যে এতে ঐশী নেতৃত্বের নূরের ছিটে ফোটাও নেই। সম্প্রতি একটি সংবাদ দৃষ্টি আকর্ষন করেছে। একজন বড় স্কলার (বিজ্ঞ ব্যক্তি) বলে কথিত যার ডক্টরেট ডিগ্রীও রয়েছে এবং তাকে ডক্টর-ই বলা হয়।

তিনি পাকিস্তানের ফেডারেল মন্ত্রী এবং ইসলামী চিন্তাধারা কাউন্সিলের সদস্যও ছিলেন। তার সম্পর্কে সংবাদপত্রে একটি সংবাদ এসেছে। তিনি একটি বিবৃতি দিয়েছেন যে, প্রেসিডেন্ট ওবামা যদি গ্রাউন্ড জিরোতে মুসলমানদের সাথে দুই রাকাত ঈদের নামায আদায় করেন, কেননা বর্তমানে গ্রাউন্ড জিরোর যে controversy রয়েছে, যে বড় সমস্যা চলছে, তবে মুসলিম উম্মাহ্ তাকে খলীফাতুল মুসলেমীন এবং আমীরুল মুমিনীন হিসেবে মেনে নিবে। যে চিন্তা করে বা যে হিসাব বা অংক কষেই তিনি এ বিবৃতি দিয়ে থাকুন, তার বুদ্ধি বিবেচনায় আশ্চর্য্য হতে হয়। এসব মুমিনদের অন্তর্দৃষ্টির এ-কী হাল? এসব মুমিনদের ‘খলীফাতুল মুসলেমীন’ এমনই হওয়া প্রয়োজন। আমীরুল মু’মিনীন ও খলীফাতুল মুসলেমীনের জন্য তারা এটি, কি মানদন্ড নির্ধারন করেছে? কোন ধরনের মানদন্ডের ভিত্তিতে তারা তা বানাতে চায়? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে না মানার কারণে তাদের চোখও প্রত্যেক বিষয় পার্থিব দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে । এ কথার মাধ্যমে অনুমান করা যায়, অন্ধকার কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে। এরপরও তারা বলে, আমাদের এখন কোন মসীহ্ ও মাহ্দীর প্রয়োজন নেই। এ অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর দয়া করুন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন,‘ইসলাম বড় বড় বিপদের দিন অতিক্রম করেছে। এখন এর হেমন্ত পার হয়ে বসন্তকাল চলছে। ‘ইন্না মাআল উসরে ইউসরা’ অর্থাৎ কষ্টের পর স্বাচ্ছন্দ্য আসে। কিন্তু মোলাগণ চায়না যে এখন ইসলাম পুনরায় সজীব ও প্রাণবন্ত হোক।’ (মলফুযাত, খন্ড-৫, পৃ-১৬৫)

অতএব, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের মাধ্যমে ইসলামের কষ্টের যুগ শেষ হয়েছে। যুগের মসীহ্ ইসলামের অতুলনীয় শিক্ষাকে উজ্জ্বলভাবে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করেছেন। অভ্যন্তরীণ ও বহির্শত্রুদের সৃষ্ট সর্ব প্রকার বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও আহমদীয়াতের কাফেলা সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকা তলে সমবেত হচ্ছেন। মুসলমানদের মধ্যেও সৎ প্রকৃতির লোকগণ যুগ ইমামের হাতে সমবেত হয়ে সেই প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা ধারন করছেন যা দল উপদলের বিভক্তি থেকে মুক্ত প্রথম যুগের মুসলমানগণ অবলম্বন করেছিলেন, যেটি প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা। এসব আহমদী মুসলমান সেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করছেন যার আমলী (বাস্তব) উদাহরণ সাহাবীগণ (রা.) আমাদের সামনে পেশ করেছিলেন। যারা অনেক কুরবানী করেছিলেন, প্রাণের কুরবানী পেশ করেছিলেন এবং ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত রেখেছিলেন। যারা ইবাদতের উচ্চমান প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেছিলেন এবং খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নির্দ্বিধায় সম্পদ কুরবানী করেছিলেন। যারা খোদা ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর জন্য বন্দীত্বের কষ্ট বরণ করেছিলেন।

আজ শুধুমাত্র আহমদীগণই এ নমুনার বাস্তব চিত্র উপস্থাপন করছে। যারা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পতাকা সমুন্নত করার জন্য সর্বপ্রকার কুরবানী করতে কেবল প্রস্তুতই নয়, বরং করেও যাচ্ছেন। আমরা এ দৃষ্টান্ত ঐ সব মুসলমান রাষ্ট্রে দেখতে পাই যেখানে আহমদীয়াত বিরোধীরা ইসলামের নামে লোকদের হৃদয়ে আহমদীয়াত সম্পর্কে বিষ ঢালছে। আবার কিছু রাষ্ট্র রয়েছে যারা তাদের কিছু অসৎ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এসব দুস্কৃতিকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। কিন্তু এসব কষ্ট আহমদীদের ঐসব কুরবানীর কথা স্বরণ করিয়ে দেয় যা প্রথম যুগের মুসলমানগণ পেশ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগেও কষ্ট ছিল, আবার স্বাচ্ছন্দ্যের ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল। বিশ্ববাসী এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে দেখেছে। মদীনা এসেও সেই কষ্টের যুগ শেষ হয়নি। বিরোধিতা ও ফিতনা শেষ হয়ে যায় নি। মুসলমানদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়। প্রতারনা করে শহীদ করা হয়। বি'রে মাউনার বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে যখন ধোকা দিয়ে একটি গোত্র সত্তর জন হাফেজে কুরআনকে শহীদ করে। রজী নামে একটি ঘটনা বিখ্যাত। এতেও ধোকা দিয়ে দশ জন সাহাবীকে শহীদ করা হয়। বর্ণনা অনুযায়ী এ দুটি ঘটনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একই সময়ে জানতে পারেন। (শরহে আলামা যুরকানী আলাল মুয়াহেবুলাহ্, খন্ড-২, পৃ-৪৭৬) এতে তিনি (সা.) খুবই দুঃখিত হন। (শরহে আলামা যুরকানী আলাল মুয়াহেবুলাহ্, খন্ড-২, পৃ-৫০৩)।

বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ত্রিশ দিন পর্যন্ত এসব যালেমদের বিরুদ্ধে ফজরের নামাযে দাড়িয়ে এ দোয়া করতেন,‘হে আমার প্রভু! তুমি এ অবস্থায় আমাদের প্রতি করুণা কর এবং ইসলামের শত্রুদের হাত প্রতিহত কর যারা তোমার ধর্মকে ধ্বংশের জন্য নির্দয় ও নিষ্ঠুরভাবে নিস্পাপ মুসলমানদের রক্তপাত করে চলছে। (সীরাতে খাতামান্নাবিঈন, পৃ-৫২১) অতএব, কষ্ট ও স্বাচ্ছন্দ্যের যুগ একই সাথে চলতে থাকে। একদিকে মুসলমানদের রক্ত বইতে থাকে, অন্যদিকে নবাগতদের মাধ্যমে ইসলাম শক্তিশালী হতে থাকে। প্রত্যেক কষ্টের পর মুসলমানগণ একটি বড় বিজয় লাভ করতে থাকেন। এখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সত্য প্রেমিকরূপে তাঁর (সা.) দ্বিতীয় আগমনের সময়ও এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমন এ প্রতিশ্রুতি নিয়েই এসেছে। সব কষ্টের পর বিজয় অবধারিত হবার যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তাআলা দু'বার দিয়েছেন তা এজন্য যে, যে দৃশ্য প্রথম যুগের মুসলমানগণ দেখেছিলেন তা তাঁর (সা.) দ্বিতীয় আগমনের সময়ও প্রকাশিত হবে। নামধারী মৌলভীগণ প্রত্যাশা করুক

কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলমানগণ বিশ্বের বুকে এক বৃহৎ শক্তি রূপে বিরাজমান থাকে। আজ মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর দাসত্বে গর্ব অনুভব করে। নিঃসন্দেহে এটি গর্ব করারই যোগ্য। আজ ভূ-পৃষ্ঠে এরচেয়ে বড় পুরস্কার আর কিছুই নেই যে আমরা শেষ যুগের নবী এবং খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর দাসদের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু কুরআনের এ আয়াত যেমন ঘোষনা করে যে কষ্টের যুগও আসে। তাই কষ্টের যুগ আসবে এবং এসেছেও। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)ও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, আমার উম্মতের উপর একটি অন্ধকার যুগ আসবে যখন তাদের সেই সম্মান, গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে না যা একবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজ আমরা দেখছি, কত সুস্পষ্টভাবে এ ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয়েছে। যদিও ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু তারা তাদের মর্যাদা ও গৌরব হারিয়ে বসেছে।

আজ তারা প্রতিটি জিনিষের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী। আমাদের নিজেদের সম্পদও এখন অন্যের দখলে। অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে আমরা তেল উত্তোলন করতে বা কোন প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে লাভবান হতে সক্ষম হতে পারছি না। এ হচ্ছে পার্থিব অবস্থা। আর ধর্মের অবস্থা কি? নামধারী আলেমগণ ধর্মকে বিকৃত করে এতে বিদাত (নতুনত্ব) সৃষ্টি করেছে। আজ সেই ইসলাম নেই যা রাসূলুলাহ (সা.) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সেই ইসলাম যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিয়ে এসেছিলেন এবং এ ইসলাম যা বর্তমান নামধারী আলেমগণ পেশ করছেন, এ উভয়ের মধ্যে আসমান-জমিন পার্থক্য। ঈমানের আবেগ অবশ্য প্রকাশ করা হয়, কিন্তু আমল (বাস্তবায়ন) থেকে তা বহু দূরে। জিহাদের অপব্যাখ্যা করে ইসলামের দুর্নাম করার চেষ্টা চলছে। কথিত জিহাদের অস্ত্রাদীর জন্যও মুসলমানগন আবার সেই অমুসলিমদেরই মুখাপেক্ষী।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ বিষয়ে এক স্থানে বলেছেন,'আল্লাহ্ তাআলা যদি এ যুগে অস্ত্রের জিহাদ বা যুদ্ধের অনুমতি দিতেন, তবে মুসলমানদেরকে অস্ত্রের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী করতেন না।' (মলফুযাত, খন্ড-৩, পৃ-১৯০)

অতএব, বর্তমানে অমুসলিমগণ যেহেতু সাধারনত ধর্মের নামে যুদ্ধ করছে না, তাই এখন যদি ধর্মের নামে অস্ত্র ধারন কর তবে পরাজিত হবে। শুধু তাই নয়, জিহাদ এবং ইসলামের নামে জিহাদের এমন অপব্যবহার করা হচ্ছে যে নির্যাতন ও বর্বরতার উপাখ্যান রচিত হচ্ছে। ইসলাম সেই অতুলনীয় ধর্ম যা প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতিও শুধু এজন্য পেয়েছিল যে কাফেরদের যদি তখন প্রতিহত করা না হতো তবে কোন গির্জাও নিরাপদ থাকবে না। ইহুদীদের কোন উপাসনালয়ও নিরাপদ থাকবে না। অন্য কোন উপাসনালয়ও নিরাপদ থাকবে না। মসজিদ সমূহও নিরাপদ থাকবে না। কিন্তু এরা এমন জিহাদী যারা খোদার নামে খোদারই ঘরে নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার ইতিহাস রচনা করছে। নির্দ্বিধায় তারা কলেমা পাঠকারীদের হত্যা করে চলেছে। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যুদ্ধচলাকালীন সময়েও কোন বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, কোন নারীকে হত্যা করবে না, কোন শিশুকে হত্যা করবে না, পাদ্রী ও ধর্মযাজকগণ যারা নিজেদের উপাসনালয়ে ইবাদতে মগ্ন এবং উপদেশ দানরত, তাদের কোন ক্ষতি করবে না। জাতীয় সম্পদ, বৃক্ষ প্রভৃতি বিনষ্ট করবে না। (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাব-ফী দোয়াইল মুশরিকীন, হাদীস ২৬১৩-২৬১৪, মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

কিন্তু বর্তমান যুগের জিহাদীগণ তো স্বজাতি ও কলেমা পাঠকারী লোকদের সাথে এমন পাশবিক ও নিষ্ঠুর আচরন করছে যা দর্শনে ও শ্রবনে শরীরের লোম দাড়িয়ে যায়। তাও আবার খোদা ও রাসূল (সা.) এর নামে তারা এসব করছে। নিশ্চয় এহেন কর্মের জন্য তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টি অর্জন করে ধৃত হবে এবং হচ্ছেও। কেবল জঙ্গী সংগঠনগুলোই নয় যাদের সাধারনত সর্বত্রই ধীক্কার জানানো হয়, বরং আহমদীদের উপর এ ধরনের নির্যাতন অব্যাহত রাখার জন্য বিশেষভাবে আহমদী-বিরোধী আলেমগণও অনুমতি দিয়ে থাকে। শুধু আলেমগণই নয়, কিছু রাষ্ট্রও এ নির্যাতনের সাথে জড়িত। তারা অত্যাচারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে।

এটা কি সেই কষ্টের যুগ, যে সম্পর্কে খোদা তাআলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে অবগত করেছিলেন যে আজ মুসলমানদের উপর যে নির্যাতন হচ্ছে, ক্ষমতা লাভের পর মুসলমানগণ নিজেরাই কাল নির্যাতন করায় লিপ্ত হবে? কক্ষনো নয়, কক্ষনো না। যেমন আমি বলেছি, সেই মক্কার যুগ কষ্টের ছিল যার পর আল্লাহ্ তাআলা স্বাচ্ছন্দ্যময় অবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন। এর এক যুগ পর পুনরায় কষ্টের যুগ এসেছে, যার পর আল্লাহ্ তাআলা পুণরায় স্বাচ্ছন্দ্যের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। সেই স্বাচ্ছন্দ্যের যুগ ধর্মীয় উন্নতির ভিত্তিতে প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনের পর আরম্ভ হবার ছিল এবং সেটি হয়েছেও। কিন্তু যারা প্রতিশ্রুত মসীহকে মান্য করেনি তারা এখনো অন্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছে এবং মসীহ্ মাওউদকে মান্যকারীদের কষ্টে জর্জরিত করার চেষ্টা করছে। তারা দিনরাত এ চেষ্টায় লিপ্ত যে কিভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে তাদেরকে কষ্ট দেয়া যায়। উম্মতের জন্য এরচেয়ে বড় দুঃখজনক আর কি হতে পারে যে, যে অন্ধকার থেকে নিস্কৃতি এবং মুসলমানদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য আল্লাহ্ তাআলা মসীহ্ মাওউদ কে প্রেরন করেছেন, মুসলমানগণ সেই মসীহ্ মাওউদ এর জামা'তের উপর অত্যাচার চালিয়ে নিজেদের কষ্টের যুগ দীর্ঘায়িত করে চলেছে। আহমদীয়াত বিরোধীরা মনে করে যে তারা আহমদীদের কষ্টে নিপতিত করছে।

আহমদীদেরকে তো আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সব কষ্টকর অবস্থার পর বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে যাচ্ছেন। বিরোধীরা তাদের ধারনায় আহমদীয়াতকে ধ্বংশ করার জন্য যেসব বিরোধীতা, অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা চালাচ্ছে, এসব প্রতিটি বিরোধিতার পর জামাত উন্নতির উচ্চতর সিড়িতে পা রাখছে, আর বিরোধীদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলা কোন না কোন ভাবে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তবুও লোকেরা বুঝতে পারছে না এবং নামসর্বস্ব ধর্মীয় পোষাকধারীদের হাতের খেলনা হয়ে চলেছে। মুসলমান জনসাধারনের মধ্যে কেউই নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে সত্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, 'খোদা তাআলা আমাদের বিরোধী আলেমদের অবস্থার উপর করুণা করুন। তারা যেসব কাজ করছে তা ধর্মের জন্য ভাল নয়, বরং অত্যন্ত ভয়ানক। তারা সেই সময়কে ভূলে গেছে যখন তারা মিম্বরে চড়ে ত্রয়োদশ শতাব্দীকে একের পর এক ধীক্কার জানাত এজন্য যে, এ শতাব্দীতে ইসলামের ভীষন ক্ষতি হয়েছে। তারা কুরআনের আয়াত **"ফা ইন্না মাআল উসরে ইউসরা, ইন্না মাআল উসরে ইউসরা"** পাঠ করে এর

বা না করুক, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর জামা'তের জন্য ইসলামের জীবন্ত ও সতেজতার যুগ নির্ধারিত আছে। শত্রুদের পক্ষ থেকে কষ্ট যেমন দেয়া হচ্ছে, তেমনি বিজয়ও পূর্বের চাইতে অধিক মর্যাদায় প্রকাশিত হচ্ছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাথেও আল্লাহ্ তাআলা ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইলহামের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যখন তিনি বয়আত নেয়া শুরু করেন নি, এমনকি মসীহ্ মাওউদ হবার দাবীও করেন নি। আল্লাহ্ তাআলা তখন তাকে বলেছেন,' বা'দাল উসরে ইউসরা' অর্থাৎ 'কষ্টতো আছে কিন্তু তা অল্প, এরপর স্বাচ্ছন্দ্য ও বিজয় নির্ধারিত আছে'। ব্যাখ্যামূলক এ অনুবাদ আমি এজন্য করেছি যে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-ও এদিকে ইঙ্গিত করেছেন, আরবী ভাষাবিদদের মতে **'আল-উসর্'** শব্দ ব্যবহার করে কষ্টকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এবং **'ইউসর'** কে এ সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত রেখে প্রশস্ততা দেয়া হয়েছে।

অর্থাৎ দুঃখ কষ্ট রয়েছে, কাঠিন্যের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হবে, কিন্তু প্রত্যেক কাঠিন্য, প্রত্যেক কষ্ট অগনিত বিজয় নিয়ে আসবে এবং এটিই ঐশী জামা'তের বৈশিষ্ট্য। এ দ্বীনকে আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামত পর্যন্ত মর্যাদা ও গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আবার সব নিদর্শনও আমরা পূর্ণ হতে দেখছি। ক্রমাগত উন্নতিও হচ্ছে। তবে আমরা এ বিষয়ে কেন দৃঢ় বিশ্বাসী হব না যে বিরোধী ও আলেমগণের বিরোধিতা আমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। ব্যক্তি-বিশেষের প্রাণ কুরবানীর ফলে জাতি ধ্বংশ হয় না, বরং উৎসাহ-উদ্দীপনা ও দৃঢ় সংকল্পের সাথে যখন কুরবানী করার অঙ্গীকার করা হয় এবং প্রাণ কুরবান করা হয়, তখন তা জাতি ও জামা'তের আয়ু দীর্ঘায়িত করে। তার শক্তি বৃদ্ধি করে। আর খোদা তাআলার প্রতিশ্রুতি যখন এসব কুরবানী এবং দৃঢ় সংকল্পকে উজ্জ্বলতর করে ঈমানকে দৃঢ় করতে থাকে, তখন কুরবানী ও কষ্ট সমূহ একেবারেই নগন্য মনে হয় এবং এক নতুন মর্যাদার সাথে উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কেও আল্লাহ্ তাআলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দাবীর বহু পূর্বেই খোদা তাআলা তাকে সান্তনা দিয়েছেন এবং সান্তনা দিতে থেকেছেন যে আমি তোমাকে যে কাজের উদ্দেশ্যে দাঁড় করাচ্ছি, তা যত কঠিন কাজই হোক, আমি তোমার সাথে আছি এবং তুমি সাফল্য ও বিজয় দেখতে পাবে। একবার এ আয়াতের মাধ্যমে ইলহামরূপেও তাঁকে বলেন, **"ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহাম্ মুবীনা লেইয়াগফিরা লাকালাহু মা তাকাদ্দামা মিন যাম্বেকা ওয়ামা তাআখ্খারা।"** বারাহীনে আহমদীয়াতে এর ব্যাখ্যা করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন,'আমি তোমাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি, অর্থাৎ দান করব এবং মাঝে যেসব কষ্ট কাঠিন্য ও বিপদাবলী রয়েছে, সেগুলো এ উদ্দেশ্যে যেন খোদা তাআলা তোমার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ্ ক্ষমা করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা এবিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান, তিনি চাইলে কোন ধরনের দুঃখ কষ্ট ছাড়াই মূল লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যেত এবং খুব সহজেই মহা বিজয় লাভ হত। কিন্তু দুঃখ কষ্ট এজন্য যে এগুলো উন্নতি এবং গুনাহ্ সমূহ ক্ষমার উপায় স্বরুপ।

তিনি (আ.) আরো বলেন,'আজ এ প্রেক্ষিতে এ অধম যখন শুদ্ধকরনের উদ্দেশ্যে খাতা দেখছিলাম (যখন বারাহীনে আহমদীয়া লিখছিলেন) তখন কাশ্ফী অবস্থায় কয়েকটি পৃষ্ঠা আমার হাতে দেয়া হয় এবং তাতে লেখা ছিল, **'বিজয়ের ডঙ্কা বাজে'**। এরপর একজন মৃদু হেসে সেই পৃষ্ঠাগুলোর বিপরীত দিকে একটি ছবি দেখিয়ে বলল, দেখ তোমার ছবি কি বলে। আমি দেখলাম, সেটি এ অধমের ছবি। ছবিতে অধমের পোষাক ছিল সবুজ এবং অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় খুব প্রতাপশালী লাগছিল। ছবির ডান ও বাম দিকে **"হুজ্জাতুলাহুল কাদির ওয়া সুলতান আহমদ মুখতার"** লেখা ছিল।' (বারাহীনে আহমদীয়া, রুহানী খাযায়েন, খন্ড-১, পৃ-৬১৫)

অতএব, এ সুসংবাদের আলোকে আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে আহমদীয়াত বিরোধীদের পক্ষ থেকে আমাদের যেসব কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করা হয় বা অত্যাচারের লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়, এগুলোর দ্বারা জামা'তে আহমদীয়ার কোন ক্ষতি হবে না। শত্রুদের ষড়যন্ত্র সমূহ ব্যর্থ হওয়া, তারা যে লক্ষ্য অর্জন করতে চায় তা অর্জিত না হওয়া, এটি বিজয়ের চিহ্ন এবং বিজয়ের দিকে ধাবিত হবার লক্ষণাবলী প্রদর্শন করছে। কিন্তু বিজয়ের ডঙ্কা কি? সেটি হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে এক মহা বিজয় হবে এবং সমগ্র বিশ্ববাসী সেটি দর্শন করবে। সেটি বাজবে, অবশ্যই বাজবে। শত্রুরা, যারা সময়ে সময়ে আহমদীদের কষ্ট দেয়, তা মিশরেই হোক বা ইন্দোনেশিয়াতে, মালেয়শিয়াতে হোক বা শ্রীলঙ্কাতে, হিন্দুস্তানে হোক বা বাংলাদেশে বা পাকিস্তানে। সম্প্রতি বাংলাদেশে আমাদের একটি ছোট জামাত যা বহু দূরের একটি উপজেলায় অবস্থিত, যার নাম চাঁনতারা, সেখানে মসজিদ সম্প্রসারনের কাজ চলছিল।

মসজিদ নির্মান চলাকালীন সময়ে এসব দাঙ্গাবাজ যাদের মধ্যে মৌলভীরাও ছিল, আক্রমন চালিয়ে লোকজনদের শুধু আহতই করেনি, বরং মসজিদও ভেঙে ফেলেছে। আহমদীদের ঘরবাড়ীও ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। তারা এসব দরিদ্রদের জিনিষপত্র জ্বালিয়ে দেয়। পুরুষদের গুরুতর আহত করে। জামাতী কেন্দ্র ঢাকা থেকে আমাদের প্রতিনিধি যখন সেখানে যায় এবং নারীদেরকে তাদের অবস্থা জিজ্ঞেস করে, নারীরা সাধারনত দুর্বল প্রকৃতির হয়ে থাকে, কিন্তু এক নারী হেসে বলে, এরা আমাদের যতই ক্ষতি করুক, আমাদের ঈমান ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এ নারী এ কষ্টে কেঁদেও ছিল যে আমরা এখন মসজিদ নির্মান করতে পারব না। আমাদের কাজ কিছুটা থেমে গেছে। আর পাকিস্তানে তো নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার ঐ ইহিতাস রচিত হচ্ছে যে মনে হয় এদের খোদা তাআলার শক্তি ও ক্ষমতার প্রতি সামান্যতম বিশ্বাসও নেই। যদি বিশ্বাস থাকত তবে খোদা তাআলার নামে এ নির্যাতন অব্যাহত রাখত না। গত রমযান থেকে এখন পর্যন্ত নিরানব্বই জনকে শহীদ করা হয়েছে। যালেমরা তো একদিনেই ছিয়াশি জনকে শহীদ করেছে। এসব যালেমদের দৃষ্টিতে আহমদীদের রক্ত এতই সস্তা যেন এর কোন মূল্যই নেই। তাদের ধারনায় নাউযুবিলাহ্ খোদা তাআলাও এ রক্তপাতের ব্যাপারে উদাসীন।

কিন্তু এসব রক্তপাতকারীদের স্বরণ রাখা প্রয়োজন, আল্লাহ্ তাআলা এসব যালেমদের কাছ থেকে রক্তের প্রতিটি বিন্দুর হিসাব নিবেন, অবশ্যই নিবেন। এবং এ রক্তের প্রতিটি বিন্দু কবুল করে এমন ভাবে পুরস্কৃত

করবেন এবং পুরস্কৃত করেও যাচ্ছেন যে এটি আমাদেরকে সর্বদা আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী **'ফাতহাম্ মুবীনা'** অর্থাৎ মহা বিজয়ের নিকটতর করছে। লাহোরের ঘটনার পর বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামা'তের যে পরিচিতি লাভ হয়েছে, পরিচিতি হয়তো পূর্বেও ছিল কিন্তু দৃষ্টি ছিল না, জামা'তের প্রতি যে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে, সেই দৃষ্টি আকর্ষন ও পরিচিতির জন্য আমরা যদি পূর্বে আমাদের উপকরনাদীর মাধ্যমে চেষ্টা করতাম, তবে সম্ভবত কয়েক দশক লেগে যেত। আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ শহীদগণ শাহাদতের মর্যাদা লাভ করে কেবল পরজগতে চিরজীবন লাভ করেননি, বরং তাদের প্রাণ কুরবাণী করে এ জগতেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছানোর মাধ্যম হয়ে গেছেন। বাণীতো আল্লাহ্ তাআলা পৌছাবেন। পৌছিয়ে যাচ্ছেন এবং পৌছিয়ে যাবেন। কিন্তু মাধ্যম আল্লাহ্ তাআলা বানান। এসব শহীদগণকে এ বাণী পৌছানোর একটি খুব শক্তিশালী মাধ্যম বানিয়েছেন তিঁনি। অতএব, এসব কুরবানীকারীগণ খুব সৌভাগ্যবান।

সম্প্রতি পাকিস্তানে কয়েক ডজন অ-আহমদী এবং অন্য ধর্মাবলম্বী লোক সন্ত্রাসীদের যুলুমের শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছে। অনেক নিষ্পাপ প্রাণ বিনষ্ট হচ্ছে, শিশুরা এতীম হচ্ছে, নারীরা বিধবা হচ্ছে, বৃদ্ধ পিতামাতা যুবক সন্তানদের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু এসব নিহতরা জানেনা যে কেন তাদের হত্যা করা হয়েছে? তাদের আত্মীয়-স্বজনরাও জানেনা যে আমাদের প্রিয়দের কেন হত্যা করা হয়েছে এবং কেন হত্যা করা হচ্ছে? কিন্তু পাকিস্তানে আহমদীগণ তাদের প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে দিনাতিপাত করছে। তারা জানে যে তাদের প্রাণ যদি যায় তবে এক মহান উদ্দেশ্যের জন্য যাবে।

শহীদদের পরিবারবর্গ, সন্তান, বিধবা স্ত্রীগণ, পিতামাতাগণ জানেন যে আমাদের প্রিয়গণ যে কুরবানী দিয়েছেন তা এক মহান উদ্দেশ্যের জন্য দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। প্রাণের কুরবানী পেশ করে তারা যেমন তাদের প্রাণ চিরস্থায়ী করে নিয়েছেন, তেমনি তারা পেছনে যাদের রেখে গেছেন তাদের মাথা গর্বে উঁচু করে গেছেন। এ বিষয়ে আমার কাছে বেশ কিছু চিঠি এসেছে, আসে এবং প্রায়ই আসছে। তারা লিখেছেন, আমরা তো জানতামই না যে আমাদের প্রিয়গণ আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের মর্যাদা কত বাড়িয়ে গেছে। এটি তো ব্যক্তিগত লাভ, কিন্তু জামা'তের যে লাভ হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে ইনশাআল্লাহ্, তন্মধ্যে আহমদীদের ঈমানী দৃঢ়তা লাভও অন্তর্ভূক্ত। এ বিষয়েও আমার কাছে কিছু চিঠি আসে যে এ কুরবানী সমূহের মাধ্যমে আমাদের ভয় দূর হয়ে গেছে এবং আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের আকাংখা সৃষ্টি হচ্ছে। পূর্বে যেসব শিথিলতা ছিল সেগুলো দূর করার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি, জামা'তের তবলীগের ক্ষেত্র আরো উন্মুক্ত হয়েছে।

অতএব, **যদিও আমাদের শহীদগণ অনেক বড় কুরবানী পেশ করেছেন, কিন্তু এ কুরবানীর পেছনে যে মহা বিজয়ের সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে, তা আজকের দিনে আমাদের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট করছে যে প্রকৃত ঈদ তো সেদিন আসবে যখন এসব কুরবানীর বিনিময়ে লোকেরা নিজেদের ভেতর এবং পৃথিবীবাসী নিজেদের ভেতর পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে বিশ্ববাসী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পতাকা তলে সমবেত হয়ে যাবে।** আহমদীদের এ কষ্টকর অবস্থা বলে দিচ্ছে যে এখন 'উসর' অর্থাৎ কষ্টের সময়। যার বিনিময়ে মুহাম্মদী মসীহ্ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 'ইউসর' অর্থাৎ স্বাচ্ছন্দ্যময় অবস্থা সৃষ্টি হওয়া নির্ধারিত আছে। তার মধ্যে এ কুরবানী সমূহ উজ্জ্বল এক অধ্যায় বলে গণ্য হবে।

ইনশাআল্লাহ্ এ মহা বিজয়ের ডঙ্কা বাজবে যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। **ভবিষ্যতে যখন আহমদীয়াত ও প্রকৃত ইসলামের বিজয়ের আনন্দ উদযাপন করা হবে বা বিজয় লাভের আনন্দ উৎসব পালন কালে আহমদী শহীদগণের স্মৃতিকে ইতিহাস সর্বদা জাগরুক রাখবে। বিশ্ববাসীকে বলা হবে, আজ তোমরা যে বিজয়ের আনন্দ বা ঈদ উদযাপন করছ তা ঐসব কুরবানীর বিনিময় স্বরূপ যা শহীদগণ তাদের রক্ত দিয়ে প্রদান করেছেন। শত্রুরা আহমদীদের রক্ত সস্তা মনে করে । এ রক্ত তো প্রতিদিন তার মূল্য বাড়িয়েই চলছে।**

ইসলামের প্রথম যুগের শহীদদের কুরবানী সমূহকে ইতিহাস আজও ভূলেনি, তবে তাদের পদাঙ্ক অনুসরনের চেষ্টাকারীদের কুরবানী সমূহকেও ইতিহাস কখনো ভূলবে না। অতএব, শহীদদের স্ত্রী সন্তান, পিতামাতা, ভাইবোন বরং আমাদের সবাইকে এ বিষয়ে আমাদের প্রিয় শহীদদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ঈদ উদযাপন করা জরুরী। তারা যুগ ইমামের চিন্তা দূর করে তাদের রক্ত দান করে জামা'তের ইতিহাস রচনা করেছেন, তেমনিভাবে আমাদেরকে ঈদ উদযাপনের নতুন পন্থাও শিখিয়ে গেছেন।

কয়েক বছর ধরে আমরা দেখছি যে আত্মার পবিত্রতার জন্য যেখানে আমরা রমযানে বৈধ জিনিষগুলো কুরবানী করি, আর এর পর আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী আমরা ঈদ উদযাপন করি, সেখানে আমাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা রমযানে নিজেদের প্রাণ কুরবাণী করে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে প্রকৃত ঈদ উদযাপনকারীতে পরিনত হয়েছে এবং খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের মর্যাদা লাভ করেছে। যদিও যারা পেছনে রয়ে গেছে তাদের জন্য এটি খুব কষ্টদায়ক। আপনজনদের বিচ্ছেদের দুঃখ তো ভূলা যায় না। যখন কোন আনন্দের উপলক্ষ্য আসে, যখন ঈদ আসে, তখন এ মর্ম-পীড়া আরো বেশী জাগ্রত হয়।

গত রমযান থেকে এখন পর্যন্ত এ বছরে ৯৭ জন শহীদ হয়েছেন। অনেক বিধবা রয়েছেন যারা তাদের ইদ্দতের সময় পূর্ণ করছেন। ঈদ সত্ত্বেও তারা বেদনা-ভারাক্রান্ত। এমন সন্তান আছেন যারা এ বছর ঈদে তাদের পিতার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হবে। অনেক মা আছেন যারা তাদের কলিজার টুকরা সন্তানকে বুকের সাথে লাগিয়ে ঈদ মুবারক বলতেন, কিন্তু এ বছর তাদের কবরে গিয়ে দোয়া করে নিজে হৃদয়ে সান্তনা খুঁজবেন। অনেক এমন পিতা আছেন যারা তাদের ছেলেদের সহায়তায় ঈদের নামায পড়তে যেতেন। এখন অন্য কারো সহায়তায় তাদের কবরে দোয়া করতে যাবেন।

এটি এমন পরিস্থিতি যে রক্ত সম্পর্কীতদের বরং অন্তরঙ্গ বন্ধুদেরও আজ অস্থির করবে এবং ঈদের আনন্দের স্থলে দুঃখকর অবস্থা সৃষ্টি করবে। কিন্তু আমরা যদি ভেবে দেখি, রমযানে ও ঈদের দিন পৃথিবীতে কত মৃত্যু সংঘটিত হয় এবং ধৈর্য্য ধারন করতে হয়। এ শহীদদের মৃত্যু তো জামাতকে জীবন দানের জন্য হয়েছে। এ শহীদগণ তো তাদের প্রাণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্য

প্রেমিক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষা করতে গিয়ে দান করেছেন। আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জীবন দিয়েছেন। এজন্য আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির খাতিরে আজ আমাদের ঈদ উদযাপন না করার কোন কারন নেই। যখন আমরা ঈদ উদযাপন করব এবং এ ঈদের দিন হৃদয়ের কষ্ট সমূহকে খোদা তাআলার সমীপে পেশ করব, তখন এ দোয়া সমূহ এ শহীদদের মর্যাদা আরো বৃদ্ধির মাধ্যম হবে এবং আমাদের জন্যও প্রশান্তির উপকরন সৃষ্টি করবে। কষ্টের সময়িক যুগ স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখের দীর্ঘ যুগে পরিবর্তিত হবে ইনশাআল্লাহ্।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ঈদ সম্পর্কিত ইলহাম সমূহ আমাদেরকে ঈদের খুশির সংবাদ দেয়। এজন্য এ প্রশ্নই উঠে না যে আমরা আল্লাহ্ তাআলা ঈদের যে উপলক্ষ্য সৃষ্টি করেছেন তা উদযাপন করব না এবং ঐ আনন্দে অংশ নেব না যা খোদা তাআলা এ যুগের ইমামের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম রয়েছে,'আমদন ঈদ মোবারক বাদত' ঈদ তো রয়েছে তা পালন করো বা না করো। (তাযকেরা, পৃ-৬২৬, ৪র্থ সংস্করণ) প্রথম ফার্সী অংশের অনুবাদ হচ্ছে, ঈদের আগমন তোমার জন্য কল্যাণময় হোক।

অতএব, ঈদের আগমন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জন্য কল্যাণকর এবং তাঁর কারনে আহমদীয়া জামা'তের জন্য এবং মুসলিম উম্মাহর জন্যও কল্যাণকর। মুসলিম উম্মাহর জন্যও প্রকৃত ঈদ তখন হবে যখন তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মেনে নিবে। নয়তো আল্লাহ্ তাআলা পরিস্কার বলেছেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে এর ব্যাখ্যা করেছেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা ঈদের উপকরন তো সৃষ্টি করেছেন। স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে সাথে যে বিজয় সমূহ নির্ধারিত করে রেখেছেন তার উপকরণ তো হয়েছে। এখন তাকে মান্যকারীদের জন্য ঈদ কল্যাণময়। আর যারা তাঁকে মানেনি তারা বঞ্চিত থাকবে। ঈদের সাথে বিজয়ের সংবাদ শুনিয়ে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, **'আল-ঈদুল আ'খারু তানা'লু মিনহু ফাতহান্ আযীমা'** (তাযকেরা, পৃ-৫৮৬, ৪র্থ সংস্করণ ২০০৪) অর্থাৎ আরেকটি ঈদ রয়েছে যাতে তুমি এক বড় বিজয় লাভ করবে।

অতএব, আল্লাহ্ তাআলা যেহেতু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বিজয় সমূহের সুসংবাদ দিচ্ছেন, আবার এ সুসংবাদও ঈদের সাথে এবং ঈদের উদ্ধৃতি দিয়ে দিচ্ছেন, তবে আমরা কেন আমাদের দুঃখ ভুলে গিয়ে যুগ ইমামের সাথে মহা আনন্দে অংশ নেব না। আমাদের এ দুঃখজনক অবস্থায় খোদা তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নির্গত অশ্রুও রয়েছে যা কেবল আল্লাহ্ তাআলার সমীপে প্রবাহিত হয়, কিন্তু শত্রুদের নিকট নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ করে না। এ ব্যাপারে কেউ অভিযোগ অনুযোগ করে না। নিশ্চয় এ অশ্রু আমাদেরকে বিজয়ের নিকটবর্তী করার কারন হবে।

পাকিস্তানে আহমদীদের জীবন অতিষ্ট করা হচ্ছে। তাদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে এবং তারা যে বীরত্ব ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে এসবের মোকাবেলা করছে, এজন্য বিশ্বের সব আহমদীদের তাদের জন্য দোয়া করা প্রয়োজন। সর্ব প্রকার ভয়-ভীতি থাকা সত্ত্বেও যে মনোবলের সাথে তারা ঈদ উদযাপন করছে, প্রকৃত ঈদ তো তাদেরই। হয়তো বহির্বিশ্বের সব আহমদীগণ জানে না যে শত্রুদের ভয়ানক ষড়যন্ত্র রয়েছে। এর একটি তাজা উদাহরণ, মর্দান মসজিদে আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে বড় ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা আহমদীদের নিরাপদে রেখেছেন। আমরা ঐসব লোকদের দেখে নিয়েছি যে তারা কিরূপ চেষ্টা করছে। এসব আহমদীদের মসজিদে আসা নিঃসন্দেহে বড় সাহসের কাজ এবং প্রাণ কুরবানীর জন্য সর্বদা তৈরী থাকার এটি একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত। পুরুষগণ তো মসজিদে এসে থাকে, কিন্তু ভয়ের আশংকা থাকায় বর্তমানে নারী ও শিশুদের মসজিদে আসা এবং এক স্থানে সমবেত হওয়া থেকে বিরত রাখা হয়েছে। যে কারনে আমার কাছে কয়েকজন নারী অস্থিরতা প্রকাশ করে চিঠি লিখেছেন।

সম্ভবত এটি প্রথম ঘটনা যে পাকিস্তানে নারী ও শিশুদের ঈদের নামায আদায়ের জন্য এক স্থানে সমবেত হতে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে। শত্রুদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কারনে এ পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। যে জন্য আমি বলেছি শিশু ও নারীদের মধ্যে তীব্র অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। আমি এসব নারী ও শিশুদের বলছি, শত্রুদের এসব ষড়যন্ত্রের জন্য তোমাদের মসজিদে যেতে বারন করা হয়েছে এবং ঈদগাহে গিয়ে ঈদের নামায পড়তে বারন করা হয়েছে, তোমাদের প্রাণের নিরাপত্তার জন্য এটি করা হয়েছে। কেননা বাহ্যিক উপকরন এবং নিরাপত্তার চাহিদা পূর্ণ করাও মানবিক দায়িত্ব ও শরীয়ত সম্মত সিদ্ধান্ত। যদিও আপনারা মসজিদ ও ঈদগাহ্ সমূহে ঈদ উদযাপন করতে পারবেন না, কিন্তু আপনাদের গৃহকে তো দোয়া ও কান্নাকাটি দ্বারা পূর্ণ করতে পারেন। আপনাদের ঘরগুলোকে দোয়া ও কান্নাকাটিতে এমনভাবে পূর্ণ করে দিন যেন খোদা তাআলা স্বয়ং আপনাদের হৃদয়ে সান্তনা দিয়ে বলেন, হে আমার বান্দীগণ! হে আমার বাচ্চাগণ! **'ফাইন্না মাআল উসরে ইউসরা, ইন্না মাআল উসরে ইউসরা'** অর্থাৎ 'জেনে রাখ নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য। নিশ্চিত কষ্টের সাথেই স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে।' আল্লাহ্ তাআলার এ প্রতিশ্রুতি নিশ্চয় সত্য।

অতএব, এ স্বাচ্ছন্দ্য আসবে এবং নিশ্চয় আসবে। তোমাদের কষ্ট ও ক্ষয়-ক্ষতির দিন নিশ্চয় স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্যে পরিবর্তিত হয়ে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিকে সত্য প্রতিপন্ন করে দেখাবে। অতএব, তোমরা নিজ প্রভুর সমীপে বিনত হওয়া ও কান্নাকাটি করা থেকে কখনো ক্লান্ত হয়ো না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম রয়েছে, 'ছেলেরা বলে কাল ঈদ, নয় তো পরশু হবেই।' (তাযকেরা, পৃ-১৬১, ৪র্থ সংস্করণ ২০০৪)

অতএব, আমাদের দোয়ায় রত থাকা প্রয়োজন, সেই প্রকৃত ঈদ কাল নয়তো পরশু অবশ্যই আসবে, সেটি যেন শীঘ্র আমাদের জীবনে চলে আসে। আমাদের কোন দুর্বলতার জন্য যেন সেটি ছুটে না যায়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এ জামা'তকে খোদা তাআলা বিজয় দান করবেন, যা হবে মহা বিজয় । সেটি কবে হবে তা তিনিই ভাল জানেন।

জার্মানী জলসার একটি অধিবেশনে জার্মানদের প্রতি আমার একটি বক্তব্য ছিল। অ-আহমদী এবং অমুসলমান জার্মানগণও এসেছিল। আমি তাদের বলেছিলাম, তোমরা আমার কথাকে পাগলের প্রলাপ ভাবতে পার। কিন্তু আমরা এ বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত যে, যে জামাত আল্লাহ্ তাআলা

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এটিই এখন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে, এ অটল নিয়তিকে কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। কিন্তু তা হবে প্রেম ভালবাসার মাধ্যমে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নয়, ত্রাস সৃষ্টি করে নয়, নিষ্পাপ লোকদের হত্যা করে নয়, কারো সম্পদ ও জমি জবর দখল করে নয়, রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা করে নয়। বিশুদ্ধ অন্তরে পৃথিবীতে খোদা তাআলার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

আমাদের উদ্দেশ্য এটাই এবং এটি অতিকথন নয়। ইনশাআল্লাহ্ তাআলা নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা এটি পূর্ণ করবেন। যখন পৃথিবীতে খোদা তাআলার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, ঐ দিনই আমাদের জন্য প্রকৃত ঈদের দিন হবে। আহমদীগণ শহীদ হচ্ছে, বিভিন্ন কুরবাণী করছে, নিজেদের বাড়ীঘর ছেড়ে গৃহহীন হচ্ছে, তবে এ ঈদকে স্বাগত জানানোর জন্য যা আহমদীয়া জামা'তের জন্য নির্ধারিত আছে, আহমদীয়া জামা'তের জন্য বাহ্যত দৃষ্ট এ রাত সমূহ আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে কদরের রাত্রি (সৌভাগ্যের রজনী) যা ঈদের খুশীর পূর্বে প্রতি রমযানেও আগমন করে থাকে এবং আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত মহাপুরুষদের যুগেও এসে থাকে। এর বিস্তারিত বিবরন আমি আমার খুতবাতেও বর্ননা করেছি। এসব রাতই কবুলিয়তের মর্যাদা লাভ করে মহা বিপ্লব ঘটায় এবং এরপর এক ঈদ নয় বরং ঈদের এক ধারা আরম্ভ হয়।

আজ পাকিস্তান বা অন্য কিছু স্থানে জামা'ত কষ্টের যুগ অতিক্রম করছে, তাতে কি? যে কষ্টের যুগ তারা অতিক্রম করছে, এ দুঃখ-কষ্ট তো আমাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্য ও বিজয়ের পথ প্রদর্শন করছে। অতএব, এ বিষয়টি স্বরণে রেখে ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার করুণা, সাহায্য ও তাঁর সাক্ষাত যাচনা করতে থাকা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের প্রিয়গণ যে কুরবানী করেছেন, যেজন্য বাহ্যত ঘর সমূহে দুঃখকর অবস্থা বিরাজমান, অনুরূপভাবে নারী ও শিশুদের ঈদের আনন্দে অংশগ্রহণ করতে না পারার দুঃখ, এ দুঃখ কষ্টগুলোকে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে নিন। এ দোয়া করুন যেন আমাদের ধৈর্য আল্লাহ্ তাআলার সমীপে গৃহীত হয়ে তাঁর দৃষ্টিতে সম্মানযোগ্য হয়ে যায়। এরপর বিশ্ববাসী দেখবে কুরবানী সমূহ ও শহীদদের রক্ত কত বড় পরিবর্তন সাধন করতে পারে। আসুন আজ আমরা এ দোয়া করি, আমাদের ধৈর্য ও মনোবল যেন আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা আকষণ করে। তাঁর কৃপা বৃষ্টি যেন পূর্বের চেয়ে অধিক বর্ষিত করার কারন হয়।

খোদা তাআলা যেন আমাদেরকে প্রকৃত ঈদের আনন্দ, খোদা তাআলার দৃষ্টিতে যা প্রকৃত ঈদ, সেটি দান করেন। এর সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাদের সকলকে আজ ঈদের প্রেক্ষিতে ঈদ মোবারক জানাচ্ছি। আপনাদের সবাইকে যারা আমার সামনে বসে আছেন এবং সমগ্র বিশ্বের আহমদীগণ যারা এ খুতবা শুনছেন বা যারা শুনছেন না সবাইকে অনেক অনেক ঈদ মোবারক।

আমাদের দোয়ায় রত থাকা প্রয়োজন, সেই প্রকৃত ঈদ কাল নয়তো পরশু অবশ্যই আসবে, সেটি যেন শীঘ্র আমাদের জীবনে চলে আসে। আমাদের কোন দুর্বলতার জন্য যেন সেটি ছুটে না যায়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এ জামা'তকে খোদা তাআলা বিজয় দান করবেন, যা হবে মহা বিজয়। সেটি কবে হবে তা তিনিই ভাল জানেন।

এখন আমরা দোয়া করব। দোয়াতে আহমদী শহীদদের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং তাদের পরিবার ও স্বজনদের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তাআলা তাদের সদিচ্ছাগুলোকে পূর্ণ করুন এবং তাদেরকে নিরাপদে রাখুন। পাকিস্তানের অধিবাসী সব আহমদীদের নিজ হিফাযতে রাখুন। তাদের দুঃখ আনন্দে পরিনত করুন।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পথে যারা বন্দী আছেন তাদের মুক্তির উপকরন সৃষ্টি করুন। মালী কুরবানীকারীদের সম্পদে অগণিত বরকত দান করুন। বর্তমানে পাকিস্তানে জামা'তের সদস্যগণ জামাত ও জামা'তের স্থাপনা সমূহের নিরাপত্তার জন্য যে কুরবানী করছেন, তাদের জান-মালের হিফাযতের জন্যও দোয়া করুন। সমগ্র বিশ্বের আহমদীদের জন্য এবং বিশেষভাবে পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য খুব দোয়া করুন। আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন। সবাই নিজেদের জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে তার খাঁটি ও বিশ্বস্ত বান্দায় পরিনত করেন।

[খুতবা সানীয়ার পর হুযূর আনোয়ার (আই.) দোয়া করেন। এরপর বলেন:]

আমি বিনীতভাবে আরেকটি ঘোষণা করছি, বরং ক্ষমা চাচ্ছি যে সাধারণত এ ঈদে আমি প্রত্যেকের সাথে মোসাফাহা (করমর্দন) করি। কিন্তু গত চার পাঁচদিন যাবৎ আমার বাহুতে প্রচন্ড ব্যথা শুরু হয়েছে। ডাক্তারও পরামর্শ দিয়েছে যে করমর্দন না করাই উত্তম। খুব শক্তিশালী ব্যাথা নাশক ওষুধ খেয়ে এখনো ঠিক আছি। আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় কাজে কোন সমস্যা হচ্ছে না। কিন্তু আমার ধারনা চার পাঁচ হাজার লোকের সাথে করমর্দন করলে হয়তো ব্যথা কিছু না কিছু বেড়ে যাবে। এজন্য আমার ধারনা সতর্কতার জন্য এবং ডাক্তারের পরামর্শও এটাই যে করমর্দন না করাই উত্তম। এজন্য ক্ষমা চাচ্ছি। তবে সমস্ত হলে গিয়ে সবাইকে আমি অবশ্যই ঈদ মোবারক জানাব।

আপনাদের সবাইকে ঈদ মোবারক। যে যেখানে বসে আছেন বসে থাকুন। আপনাদের ইচ্ছা হলে আপনারা বসে থাকুন বা জামাতী কোন প্রয়োজনে বসার প্রয়োজন থাকলে বসুন, নয়তো অবশ্যক নয়।

আল্লাহ্ তাআলা সকলের হাফেয হউন। আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুলাহ্।

অনুবাদ: **মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ**
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।